# আঁধারের হয়নি সমাপন

মাহমুদা রুনু

অনেকগুলো বছর জীবনের বয়স থেকে অতি সন্তর্পনে চলে গেছে এই নগরে। বিশুদ্ধ হাওয়া, বিলাসময় রোজ, পা বাড়ালেই প্রশান্ত মহাসাগর আর হাত বাড়ালেই সব পাওয়ার অনন্ত বাহুল্য। তবুও সে যে আমার নয়। আমি যে উপরে ফেলা শেকর প্রথিত অন্য ভুমিতে, তা প্রতি মুহুর্তের অনুভব। এমন জমকালো চমকানো নিশ্চিত নিবাসের প্রতিটি ক্ষন করোটির পেছনের আয়নায় সারাক্ষন বায়োস্কোপের মতো দেখে আমার শহর, আমার বুকের গভীরের ভালোবাসার নিবাস আমার দেশ, পৃথিবীর মানচিত্রের মাঝে ক্ষুদ্রাকৃতির সেই শহর ঢাকা।

প্রতি বছর ছুটে ছুটে যাই আশায় ভালোবাসায় তাকে দেখার জন্য। সারাটি বছর ক্ষন গুনে গুনে যোগাই ছুটি, নেশার মতো বিহ্বল একটা প্রচন্ড তাড়নায় যোগাই অর্থ, গুটিয়ে গুটিয়ে কেনা হয় উপহার সামগ্রি অত্যন্ত যত্নে প্রিয়জনের জন্য। অনেক আনন্দ - অনেক। ঢাকার আকাশে পৌছেই একই মাত্রায় শিহরিত হই যেমন হোয়েছিলাম একুশ বছর আগে প্রথম সিডনী থেকে ঢাকা গিয়ে। আর যখন ফিরে আসার জন্য উড়তে হয় আকাশযানে প্রিয় শহরের জমাট বাধা অন্ধকারগুলো বেদনার ফল্গুধারা হোয়ে ঝড়তে থাকে ফোটায় ফোটায় চোখের একবিন্দু জলাধার বেয়ে।

কোন দৃশটিকোন থেকে শুরু করবো? পথের কথা? কথোপকথনের কথা? পরিবেশের কথা? নদীর কথা? নিত্যদিনের বেচে থাকার কথা? সমাজের নিকৃষ্ট অবক্ষয়ের কথা? নাকি অবাধ নির্বিবাদে টাওয়ার নামক আকাশছোঁয়া উন্নয়নের কথা? নাকি বাংরেজী ও বাংহিন্দি অশুভ চর্চার নিন্দিত কথা? বিশ্বায়নের বানিজ্যের নামে মুদ্রাস্ফিতির ভয়াবহ রাজনৈতিক নোংরামির কথা? নাকি পাঁচ বছরের ক্ষমতার বিভাজনের সরকার ও বিরোধীর রাজনীতির সনাতনী অপব্যবহার?

হৃদয়ের গহীন হোতে পরম শ্রদ্ধা ও মোবারকবাদ সেই স্বজন-সুজনদের জন্য যারা প্রতিদিন বিপরীত মেরু থেকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রান দিয়ে রক্ষা করার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই অমিতযোদ্ধারাই বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে প্রজ্জোল রেখেছেন।

উপরে উল্লেখিত কোন বিষয়ের উপর অতিসল্প পরিমানের জ্ঞান আমার নেই। সাধারন প্রবাসী দর্শকের দৃষ্টি, অনুভূতি আর পর্যবেক্ষনের সামান্যতায় বুঝতে পারি অন্ধকারের গহীনে অতি দ্রুততার সাথে নেমে যাচ্ছে স্বদেশ। ঠেকানোর সাধ্য বুঝি বিধাতাও হারিয়েছেন।

উত্তরা থেকে শহরের দিকে যেতে আপনি দেখতে পাবেন পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল পিলার, কোনটার মাথার উপর আধাআধি কিছু কংক্রিট পথের নিশানা। পাঠক এটি ঢাকাবাসীর সপ্নের আকাশপথ, মোটামুটি অনিশ্চয়তার অন্ধকার রাজনীতির লালফিতের কারাগারে বন্ধ। প্রথম ধাক্কাটি পেলাম এখানেই। প্রায়ই চ্যানেল আইয়ের পর্দায় দেখি এর বিশালতা আমার শহর জুড়ে। কল্পনায় গেথে নিয়েছি এইতো আর কিছুটাদিন তারপর পথের কথা আর ভাবতে হবেনা। মানুষের জীবনের অমুল্য কর্মের সময়গুলো আর পথের জান-জটলায় অনর্থ হবে না। এখানে পথের দিশা আধারের অনন্তে প্রায় নিমজ্জিত।

এখন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্টারপ্লাস, জিটিভি আর অনেক চ্যানেল যেগুলো আমার অজানা কিন্তু সবগুলোর ভাষা হিন্দি। বাংলাদেশের নিজস্ব চ্যানেলের আধিক্য প্রায় বিশটির কাছাকাছি, এই

পরিসংখ্যানটির সঠিক সংখ্যা কতো তা নিয়ে আমার কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু সংখ্যার আধিক্য যাই হোক না কেন দর্শকের বিমুখতা প্রকটভাবে পরিলক্ষিত। পাঠক বিশ্বাস করুন এক মাসেরও অধিক সময়ের অবস্থানকালে আমি কোন পরিজনের বাড়িতে বাংলাদেশের কোন টিভি চ্যানেল খোলা দেখিনি। গ্রামের বাড়ীতেও না। আমার আশ্চর্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে যখন আমার গ্রামের বাড়ী বিক্রমপুরের ধামালিয়ায় বসে শুনতে পেলাম গ্রাম্য বালক গাইছে "হোয়াই দিস কোলাবারি ডি " এবং "হু লা লা হু লালা তু মেরে জীবন" অথবা "ছাম্যাক ছাল্লো"। এখন আর আমার গ্রামের রাখাল বাশী বাজায়না, গায়না সেই পল্লীগান "ও বন্ধু কাজল ভ্রমরা" অথবা "মাঝি বাইয়া যাও রে....."। বুঝতে বাকী রইলোনা কোন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে আমার প্রানের স্বদেশ।

ঢাকায় পৌছে গাড়িতে উঠেই অনেক ভরসা নিয়ে ভাইকে বললাম "শুনেছি রেডিওর বেশ কয়েকটা ষ্টেশন হোয়েছে বাজিয়ে শোনাতো"। রেডিও বাজতে শুরু করলো আমার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে এলো, একি! এ কোন বাংলা ভাষা? এ কিসের অশনি সংকেত? এরা কোন ভাষায় গান করে আর কোন ভাষাতে কথা বলে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। মাঝে মাঝে বাংরেজী আবার কোন কোন শব্দ বাংহিন্দি। আধুনিকতার প্রতিক হিসেবে ভালো সুন্দর এইসব শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হোচ্ছে জটিল, পাঙ্খা, উড়াধুরা, ঝাক্কাস  জাতীয় শব্দ, এগুলো ছাড়াও আছে প্রতিটি কথার মাঝে ইংরেজী ও হিন্দি শব্দের অবাধ ব্যবহার। এইসব শব্দের প্রয়োগে বিকৃত কথ্য ভাষা। আহারে দুর্ভাগা দেশ আহারে আমার বাংলা ভাষা।

ফেব্রুয়ারী এসে গেছে, বুটিক বানিজ্য রমরমা বাংলা বর্নমালার ফ্যাশনে পোষাক পরিচ্ছদের বিকিনিকিতে। এসবের ক্রেতা মুলতঃ এই স্বপ্রনোদিত আধুনিক বাংলার প্রচলনের স্বঘোষিত "আধুনিক বাংগালী"। মুল্যবোধের অবক্ষয়ে সংস্কৃতি এখন সর্বগ্রাসী কালো মেঘের আধার।

প্রতিদিন নিত্য বাজারের পন্য ধাই ধাই করে বাড়ছে। সব্জির ডালি নিয়ে বসা বিক্রেতা ক্রেতাকে কারন দর্শায় "স্যার ডলারের দাম বাড়তাছে রোজ, তাই তরকারীর দাম বাড়তি"। বাহ! যে দেশের ফুটপাথের বিক্রেতা ডলারের হিসেব কষে সে দেশের আর ভাবনা কি? সেই ছোটবেলায় শুনতাম বাবা-মার মুখে "দেশের অবস্থা ভালো না", সেই মধ্যবিত্ত সমাজ পিঠে পাথর বেধে দিন যাপন করছে। বাক্যহারা স্থবির অবস্থা নিয়ে আর তেমন বলবার ভাষা নেই। বিষ রঙ দেয়া ফল, ফরমালিন দেয়া মাছ তাদের পেটে স্থায়ীত্ব পেয়েছে। আশার একটা বিশালত্ব আছে এখন কৃষিতে। প্রচুর উন্নতি হোয়েছে মাছ, ধান, সব্জী এবং ফুল প্রচুর উৎপাদিত হোচ্ছে। মানুষের মনুষত্ব ঘৃনিত পর্যায়ে যাবার কারনে এই খাদ্যে বিষ্ক্রিয়ার অবাধ বানিজ্য। এমন দেশটি কোথাও খুজে পাবে নাকো তুমি।

পাঁচ বছরের মেয়াদী ক্ষমতার ভাগাভাগীর রাজনীতি সুযোগ করে দিয়েছে অসংখ্য বিত্তশালীদেরকে বিত্তের পাহাড় গড়তে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, বানিজ্য ইত্যাদির ধারক বাহক ও রক্ষক এই বিত্তশালী জনগোষ্ঠী। অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, আন্তর্জাতিক ব্যবসা সংস্থানের চলমান বানিজ্যের অন্তরালে চলছে সেই মেয়াদী সংসদ দখলের বিশাল রাজনীতি। ব্যাক্তিগত প্রভুত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা এইসব সংস্থার সৎ প্রচেষ্টার আশার আলোক বাতিগুলো নিবে নিবে জ্বলে আছে। আছে জমাট বাধা দুর্নিতির অন্ধকার।

আমি দেখেছি শিক্ষায় সত্যিকারের তমসা সারা দেশ জুড়ে, দেখেছি সত্যিকারের সংস্কৃতির অপমৃত্যু, দেখেছি আত্মসম্মান নিয়ে বেচে থাকার করুন আর্তি, দেখেছি আকাশ ভরা হতাশার কালো ধোয়া। প্রিয়ভুমিতে নৈতিক অবক্ষয় প্লাবিত, আঁধারের হয়নি সমাপন।

তবুও আমি  চেয়ে রইবো পুর্ব দিগন্তে নতুন কোন ভরসার একটি প্রজ্জলিত সুর্যের উদয়ের জন্য। আকাশ সংস্কৃতির পথকে চড়াশুল্কের আইনে সীমিত প্রদর্শনির সুবন্দোবস্থ,  প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির মুলধারায় বাধ্যতামুলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান। এই সামান্য প্রত্যাশা রইলো সুধী-সুজন বুদ্ধিজীবীদের সমীপে। চোখ মেলে দেখুন কুশিক্ষার আঁধারের এখনও হয়নি সমাপন।

আগেই বলেছি এগুলো আমার সল্প জ্ঞানের ব্যক্তিগত কষ্টের কথা। একজন অক্ষম প্রবাসী। দেশের সম্মানিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কারিগরী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত একজন বাংলাদেশী। এই প্রিয় দেশটার জন্য কিছুই কখনও করতে পারিনি। প্রিয় দেশ প্রিয় মানুষগুলোকে একসাগর সমস্যার মাঝে রেখে দিব্যি আছি বিলাসী জীবন নিয়ে। মাঝে মাঝে দেশকে নিয়ে ভাবাও এই বিলাসিতার একটা উত্তম সামগ্রি। অপরাধী বড্ড বেশী অপরাধী, এই অপরাধবোধ আরো বেশী করে ভাবায় দেশের জন্য, ভালোবাসায় দেশকে অফুরন্ত আবেগে। অনেকটাই নিস্ফল। তাই নিজের বিবেকের কাছে সবটুকুই এক জগত আঁধার। এ তমসার হয়নি সমাপন।

বুকের গভীর থেকে তবুও গেয়ে উঠি পরম মমতায় “আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙ্গানো ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি? আমি কি ভুলিতে পারি .....।”

মাহমুদা রুনু - প্রকৌশলী, কবি ও সংগঠক